প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

মূল পাতা | যোগাযোগ | লগ-ইন করুন | নিবন্ধিত হোন

ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৪, ১৮ সফর ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১১১, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৪৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র
- অর্থ ও বাণিজ্য
- মহানগর

ফিচার পাতা

- নকশা

প্রথম পাতা

+ সংবাদ শিরোনাম | আগের সংবাদ | পরের সংবাদ

সংস্কার-৫
জনমত জরিপে গিয়ে আটকে গেছে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার

কামরুল হাসান

পুলিশ বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭' নামে একটি নতুন আইনের খসড়া ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের আওতায় এই খসড়া তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু খসড়াটি আইনে পরিণত করতে তৃণমূল পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এভাবে জনমত যাচাইয়ের ঘটনা নজিরবিহীন। এতে পুরো সংস্কার প্রকল্পের কাজই পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে সরকারের নির্দেশ পাওয়ার পর এ আইন কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে দেশের ৬৩০টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এখন মানুষের মতামত সংগ্রহ করছেন। খসড়াটি আইনে পরিণত করার কাজ পিছিয়ে যাওয়ায় দাতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে। গতকাল সোমবার পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ কর্মকর্তাদের এক সভায় জনমত সংগ্রহের জরিপের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) নূর মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের সংস্কার কর্মসূচিতে শুধু নতুন আইন প্রণয়ন নয়, আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতি দ্রুত এসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক পুলিশপ্রধান এ এস এম শাহজাহান এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে বলেন, বর্তমানে পুলিশ বাহিনী চলছে ১৮৬১ সালের তৈরি করা আইন দিয়ে। এ আইন বহাল রেখে পুলিশ বাহিনীতে কোনো সংস্কার কাজই করা সম্ভব না। এ কারণে প্রথমে তাঁরা নতুন আইন তৈরির উদ্যোগ নেন। নতুন আইন ছাড়া পুলিশ বাহিনীকে আগের অবস্থা থেকে ফেরানো যাবে না। তিনি বলেন, পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ, বদলি

আলোকিত চট্টগ্রাম
বিশেষ প্রতিবেদন
অমর একুশে সংখ্যা
আরো যা আছে
সকল ফিচার পাতা
পুরনো সংখ্যা
আমাদের কথা
বাংলা না এলে
এ পর্যন্ত পড়েছেন
১৫২৪৫৮
জন পাঠক

ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা এবং পুলিশের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করা না গেলে কোনো কিছু করে লাভ হবে না। আর এসব বিদ্যমান আইনে করা সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের সূত্র জানায়, পুলিশ সংস্কার আইনের খসড়া তৈরিতে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক পুলিশপ্রধান এ এস এম শাহজাহানের নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়। প্রায় আট মাস আগে কমিটি আইনের খসড়া করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। প্রথম খসড়াটি ইংরেজিতে ছিল বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটি বাংলায় পাঠাতে নির্দেশ দেয়। প্রায় দুই মাস আগে বাংলায় খসড়াটি পাঠানো হয়। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। আইন মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই শেষে প্রস্তাবটি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

সূত্র জানায়, আইনটির ব্যাপারে ১৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ২৮ জানুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়।

পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের (পিআরপি) পরিচালক ও অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা বলেন, এক সপ্তাহ আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো চিঠিতে খসড়া আইনটি নিয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে মতবিনিময় সভা করে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে তা লিখিত আকারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্যও ওই চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এভাবে জনমত যাচাইয়ের নজির নেই। তা ছাড়া এ কাজে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় লাগবে। এতে করে পুরো প্রকল্পের কাজটিও পিছিয়ে যাবে। তবে পুলিশের আইজি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা চেষ্টা করছেন মতামত নেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলার। এ জন্য দেশের সব থানায় কমিউনিটি পুলিশের সদস্যরা কাজ করছেন। তাঁরা দ্রুত মতামত সংগ্রহ করে সদর দপ্তরকে জানাবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুলিশ প্রশাসনকে যুগোপযোগী করতে ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি ও ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পের একটি অংশ 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭' তৈরি। এ ছাড়া প্রকল্পের অর্থায়নে সারা দেশে মডেল থানা, পুলিশের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, তদন্তের সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মানবাধিকারবিষয়ক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পুলিশ আইনের খসড়া প্রস্তাবে পুলিশ বাহিনীর বর্তমান কাঠামোর বদলে জাতীয় পুলিশ কমিশন, স্বাধীন পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের দ্রুত সাজা দেওয়ার জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশ অর্ডিন্যান্স-২০০৭-এ পুলিশের আইজি পদ একটির বদলে হবে পাঁচটি। পুলিশপ্রধানের পদের নাম হবে চিফ অব পুলিশ। এতে ১১ সদস্যের জাতীয় পুলিশ কমিশন, পাঁচ সদস্যের স্বাধীন পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ও অভিযুক্ত সদস্যকে দ্রুত সাজা দেওয়ার জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধেরও বিধান রাখা হয়েছে নতুন এ আইনে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, এই আইনের পাশাপাশি পুলিশ প্রবিধান ও সাক্ষ্য আইনের কিছু রদবদল করা হতে পারে। এ জন্য পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু নতুন আইন পাস না হওয়ার কারণে ওইসব বিষয়ও আটকে

গেছে।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Privacy Policy | **Terms & Conditions**